জীবননগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কা নিহত ২, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কায় সেলিম উদ্দিন ও স্বপন আলী নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন।

আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে জীবননগর উপজেলার উথলী-বেগমপুর সড়কের ছোটপোল নামক স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে। নিহত স্বপন আলী একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে

আহত হলেন- একই গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে রুবেল হোসেন (২৪) ।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান জানান, দুপুরে মোটরসাইকেলযোগে বেগমপুর থেকে উথলীর দিকে আসছিল তিন যুবক। এসময় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উথলী-বেগমপুর সড়কের ছোটপোল নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেলের ৩ আরোহী। তাদের উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিম উদ্দিনকে মৃত ঘোষনা করেন। বাকী দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় আর একজনের মৃত্যু হয়।

ওসি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে আধা বোতল বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই তিন যুবক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত ১,আহত ১

দর্শনা-কার্পাসডাঙ্গা মহা-সড়কের দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই রাতুল মোল্লা (২৩) নামের এক মোটরসাইকেল চালক কলেজ ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনক – মুজিবনগর সড়কের রুদ্রনগর মাদ্রাসার সামনে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটে।

এসময় মূর্শিদ আলম (৩০) নামের গুরুত্বর আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালককে উদ্ধার করে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। নিহত মোটরসাইকেল চালক রাতুল মোল্লা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের আনন্দবাজার পাড়ার সেতু ওরফে হকো মোল্লার ছেলে ও আহত মোটরসাইকেল চালক মুর্শিদ আলম একই উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের উঠতিপাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে।

এ দূর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দূর্ঘটনার কবলে পড়া দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে দর্শনা থানা হেফাজতে নিয়েছে।

আজ বুধবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের আনন্দবাজার পাড়ার সেতু ওরফে হকো মোল্লার ছেলে রাতুল মোল্লা (২৩) নিজ গ্রাম হতে দর্শনার দিকে যাচ্ছিল। এসময় পথিমধ্যে সড়কের রুদ্রনগর মাদ্রাসার সামনে পৌছালে বিপরিত দিক থেকে দর্শনা অভিমুখ হতে আসা একই উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের উঠতিপাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে মুর্শিদ আলমের (৩০) মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাতুল মোল্লা (২৩) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় আর মারাত্বক ভাবে আঘাত পেয়ে গুরুত্বর আহত হয় মূর্শিদ আলম নামের অপর মোটরসাইকেলের চালক।

এ দূর্ঘটনায় নিহত রাতুল মোল্লার লাশ বাড়িতে নেওয়া হয় ও গুরুত্বরভাবে আহত মুর্শিদ আলমকে স্থানীয় ও পথচারীদের সহযোগীতায় চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে।

নিহত রাতুল মোল্লা দর্শনা সরকারী কলেজের প্রথম বর্ষের

শিক্ষার্থী ও আহত মূর্শিদ আলম পেশায় পান ব্যবসায়ী।

এ দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল হতে নিহত রাতুল মোল্লার ইয়ামাহ আরএক্স ১০০ সি:সি: যার রেজিঃ নং-(রাজশাহী-হ-১১-১৫৮১) ও গুরুত্বর আহত মুরশীদ আলমের ডাউন (ঝিনাইদহ-হ-১১-৮৫২৪) মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ দূর্ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন নিহতর ঘটনায় থানায় এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ হয়নি। তবে নিহত রাতুলের লাশ পরিবারের নিকট হতে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হতে পারে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুই স্কুলছাত্র নিহত

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জিসান (১৩) সামিউল ইসলাম বিজয় (১৪) নামের দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জুন) বিকাল ৩ টায় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জিসান মেহেরপুর পৌর শহরের মল্লিক পাড়ার মৃত আশরাফুল ইসলামের ছেলে ও মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ও সামিউল ইসলাম বিজয় মেহেরপুর শহরের কোর্টপাড়ার মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার এসআই সঞ্জিব কুমার জানান, তিনটা মোটরসাইকেলে ৬জন বন্ধু চুয়াডাঙ্গা থেকে দ্রুত গতিতে মেহেরপুর ফিরছিল। নতুন দরবেশপুর নামক স্থানে পৌঁছানের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার কালভার্টের সাথে ধাক্কা লেগে রক্তাত্ব জখম হয় জিসানসহ তার তিন বন্ধু।

স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক জিসান ও সামিউল ইসলাম বিজয়কে মৃত ঘোষনা করেন।

জিসান ও সামিউল ইসলাম বিজয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক শোভন মল্লিক বলেন, মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত দুই ছাত্রের অবস্থা আশংকা জনক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো:সাইফুল ইসলাম বলেন,মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় নিহত হওয়ায় বিষয়ে পরবর্তীতে আইনগত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূল হোতাসহ গ্রেফতার -৬

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক ০৩ (তিন) টি চোরাই মোটরসাইকেল ও চোরাই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়েছে ও চোর চক্রের মূল হোতাসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার মামলার বাদী আব্দুল ওয়াকিল (২৪), পিতা- মোঃ সাইফুল ইসলাম, মাতা- মোছাঃ মনিরা খাতুন, সাং- থানা কাউন্সিলপাড়া, থানা-চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা উল্লেখ করে যে, তার নিজ নামীয় কালো-লাল রংয়ের পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল গত ২৬শে মার্চ বিকাল সাড়ে চারটার সময় অজ্ঞাতনামা চোর চুরি করে নিয়ে যায়।

বর্নিত ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অজ্ঞাতনামা দুই জন চোর একটি লাল-কালো রংয়ের পালসার মোটরসাইকেল করে গলির মুখে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্য থেকে একজন হেলমেট মাথায় হাফ হাতা নেভি ব্লু রংয়ের গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় বাদীর মোটরসাইকেলের কাছে এসে তালা ভেঙ্গে মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে গত তিন এপ্রিল তারিখে বাদী আব্দুল ওয়াকিল

চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হাজির হয়ে অজ্ঞাতনামা চোরদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ হাসানুজ্জামান, এসআই (নিঃ) মোঃ মাসুম বেল্লা ঘটনাস্থলে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করেন। তারা চোরাই কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল এবং সন্দিগ্ধ চোরের সূত্র ধরে সংগীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তিন এপ্রিল তারিখ যশোর কোতয়ালী থানাধীন চাঁদপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী মোঃ আলামিন (৩৪) কে গ্রেফতার করেন। তার হেফাজতে থাকা চোরাই মোটরসাইকেল রেজিঃ নং-যশোর-ল-১৪-৫৫৭০ ও অন্যান্য আলামত জব্দ এবং ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে তার দেয়া তথ্য মতে একই এলাকায় সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী জুয়েল রানা (৩৩) এবং হানিফ (৫৫) দ্বয়কে গ্রেফতার করন।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, চোরাই মোটরসাইকেল মাগুরায় জনৈক সেলিমের কাছে বিক্রি করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে সাথে নিয়ে মাগুরা সদর থানা এলাকায় সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী সেলিম মোল্যা (২৫)কে গ্রেফতার করেন এবং তার হেফাজতে থাকা অতিরিক্ত একটি চোরাই মোটরসাইকেল জব্দ করেন। সেলিমকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, অত্র মামলার চোরাই মোটরসাইকেল জনৈক কামরুজ্জামান আরমান(২৫) এর নিকট বিক্রি করেছে। তখন কামরুজ্জামান আরমানকে তার এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, অত্র মামলার চোরাই মোটরসাইকেল জনৈক জুনায়েদ হোসেন (২৩) এর নিটক বিক্রি করেছে। এদের তথ্য মতে মাগুরা সদর থানাধীন স্টেডিয়াম পাড়া এলাকা হতে সন্দিগ্ধ সনাক্তকৃত আসামী জুনায়েদ হোসেন (২৩) কে গ্রেফতার করে তার হেফাজতে থাকা অত্র মামলার আলামত চোরাই মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের মধ্যে ১। মোঃ আল আমিন (৩৪), পিতা-গোলাম মোস্তফা শেখ, স্থায়ী: ব্রহ্মমানী নগর, থানা-লোহাগড়া, জেলা - নড়াইল, বর্তমান: গ্রাম- চাঁদপাড়া, পোঃ- হামিদপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা -যশোর
২। মোঃ জুয়েল রানা (৩৩), পিতা- টিপু শেখ, মাতা- সুফিয়া বেগম, স্থায়ী: গ্রাম- পিংগুলিয়া, থানা- কাশিয়ানি, জেলা -গোপালগঞ্জ,

বর্তমান: গ্রাম- চাদপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা -যশোর,
৩। মোঃ আবু হানিফ হাওলাদার (৫৫), পিতা- মৃত ইছাহাক আলী হাওলাদার, মাতা- মোছাঃ জিন্নাত খাতুন, স্থায়ী : গ্রাম- হামিদপুর দক্ষিণপাড়া, থানা- কোতয়ালী, জেলা -যশোর,
৪। মোঃ সেলিম মোল্যা (২৫), পিতা- মৃত হাবিল মোল্যা, মাতা- আনজিরা বেগম, স্থায়ী: গ্রাম- মাইজ পাড়া (প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন), থানা-মহম্মদপুর, জেলা -মাগুরা,
৫। মোঃ কামরুজ্জামান আরমান(২৫), পিতা- মোঃ আব্দুল কাদের, সাং- পারভাটপাড়া, থানা- মোহাম্মদপুর, জেলা- মাগুরা,
৬। মোঃ জুনায়েদ হোসেন (২৩), পিতা- মোঃ মোস্তফা আল আজাদ, সাং- স্টেডিয়ামপাড়া, থানা ও জেলা-মাগুরা।

জব্দকৃত আলামত ও মোটরসাইকেল ০১(এক) টি লাল-কালো পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল, যার রেজিঃ নং- যশোর-ল-১৪-৫৫৭০, যার ইঞ্জিন নং-DHXCMF22576, চেসিস নং-PSUA11CY2MTJ34746, যা আসামীর চোরাই কাজে ব্যবহৃত উদ্ধারকৃত মোটরসাইকেল। ০১ (এক) টি লাল-কালো পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল, যার ইঞ্জিন নং-DHXCNM35235, চেসিস নং-PSUA11CY4NTB70342, (অতিরিক্ত উদ্ধার) ০১ (এক) টি কালো-লাল রংয়ের পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল, যার ইঞ্জিন নং- DHXCND24830, চেসিস- PSUA11CY1NTH94518.

বাদীর চোরাইকৃত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত আসামীদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানার মামলা নং-০৫। তিন এপ্রিল গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোর্পদ করা হয়।

আলমডাঙ্গার মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙা দাসপাড়ায় মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর আহত যুবক রাজিব চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশের সড়কে গত ২৮ জানুয়ারী বিকেলে দুটি মোটর সাইকেলে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আলমডাঙ্গার উপজেলার কুলপালা গ্রামের প্রবাসি মোসলেম উদ্দিনের ছেলে মামুন (২২) ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে ভিশন ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজিব (৩০) মারাত্মক জখম হয়।

এ সময় দুটি মোটর সাইকেলই দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত দু’জনকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষনা করেন।

আহত রাজিবকে মুমুর্ষ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

ওই রাতেই রাজিবকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮দিনের মাথায় আজ রোববার রাজিবও মারা যায়।

দামুড়হুদায় ২৭ জন মোটরসাইকেল চালকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদায় কাগজপত্র বিহিন মোটরসাইকেল চালানোর অপরাধে ২৭ জনকে ১৩ হাজার ৩ শত টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। সোমবার দিনভর অভিযান চালিয়ে এই

জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যান আদালত সূত্র থেকে জানাযায়, দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা সড়কের মুক্তারপুর সংলগ্ন ঈদগাহ মোড়ে আদালত বসিয়ে মোটর সাইকেল চালানো অবস্থায় হেলমেট ব্যবহার না করার অপরাধে অর্ধশত মোটর সাইকেল আটক করা হয়। এর মধ্যে অ্যাডভোকেট, মাস্টার ও সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মীরাও বাদ পড়েননি। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯২(১) ধারা মোতাবেক ২৭ জন চালককে ১৩ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আদালতের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

আলমডাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গার দাসপাড়ায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া গ্রামের মোড়ে এদূর্ঘটনা ঘটে।

এতে মামুন (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অপর মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন (২৫)। আশংকাজনক অবস্থায় রাজিবকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মামুন শেখ (২৫) আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের কুলপালা গ্রামের মসলেম আলীর ছেলে। আহত রাজিবুল হোসেন (২৬) কুষ্টিয়া

জেলার মিরপুর থানার আসাননগর গ্রামের আব্দুল আলিমের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুই মোটরসাইলের চালক বেপরোয়া গতিতে দুদিক থেকে আসছিল। এসময় দাসপাড়া গ্রামের মোড়ে পৌছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই মামুনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় ব্যক্তিরা গুরুতর অবস্থায় রাজিবকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন গুরতর আহত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামের বড়দোপ নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল ৫টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানাধীন রশুনপুর গ্রামের মনিরুদ্দীন মটরসাইকেল যোগে হরিণাকুণ্ডুর দিকে আসছিল। ঘটনাস্থলে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইঞ্জিন চালিত ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মটরসাইকেল চাকল আহত হলে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ আমিনুল ইসলাম জানান তার ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে। এই অবস্থার তার উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদা পাওয়ার ট্রিলার ও মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

দামুড়হুদায় পাওয়ারট্রিলার মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক বজলুর রহমান (৩৮) নিহত হয়েছে। নিহত বজলুর রহমান দর্শনা থানার বড়শলুয়া গ্রামের মৃত আব্দুর জব্বারের ছেলে। মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কের ডুগডুগী বাজার নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনা স্থালে গিয়ে জানা যায় শেখ ইটভাটার একটি ইটবোঝাই পাওয়ার ট্রিলার দর্শনার দিকে যাচ্ছিল। এসময় বিপরিত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল চালক বজলুর রহমান পিচ সড়কের উপর ছিটকে পড়লে তার বুকের উপর পাওয়ার ট্রিলার উঠে যায়, এতে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। এসময় তার মটরসাইকেলে থাকা হিরা খাতুন (২৮) নামে এক গৃহবধূ মারাত্মক ভাবে আহত হয়। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত গৃহবধু ও লাশ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত গৃহবধূকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত হিরা খাতুন বলেন, আমার চোখে সমস্যা হয়েছে সেজন্য চুয়াডাঙ্গায় চক্ষু হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। নিহত বজলুর রহমান আমার সম্পর্কে দাদা হয় সে বললেন আমার সব ডাক্তার পরিচিত আমার সাথে গেলে সিরিয়াল দিতে হবে না, সেজন্য দাদার সাথে চোখের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, লাশ ও ঘাতক পাওয়ার ট্রলি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। নিহত বজলু রহমানের পরিবারের পক্ষথেকে এবিষয়ে কোন মামলা করবেনা মর্মে লিখিত দেওয়ায় লাশের ময়না তদন্ত না করে পরিবারের কাছে হস্থান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে ট্রাক ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত ২

গাংনীর চৌগাছা কড়ইতলা নামক স্থানে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী মারাত্মক আহত হয়েছেন। আজ দুপুর সোয়া দুইটার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আহতরা হচ্ছেন- এ উপজেলার গোপালনগর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে রাইহান(১৪) ও গাংনী র্যাব ক্যাম্প পাড়ার খোরশেদ আলীর ছেলে রুবাইত আদনান মাহিন(১৩)। এদের মধ্যে রাইহানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এসময় একটি পালসার মোটর সাইকেল ট্রাকের নিচে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

আহত রুবাইত আদনান মাহিন জানান, তারা চার বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়া ইকোপার্কে যাচ্ছিলেন। কড়ইতলা নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক (যার নং- বগুড়া ট- ১১-২১৬২) তাদের সামনা সামনি ধাক্কা দেয়।

এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন রাইহান ও রুবাইত আদনান মাহিন। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি। স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে রাইহানের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক আদিলা আজহার আরশী জানান, রাইহানের মুখ ও মাথার ডানদিকে এবং ডান চোখের পাশে ক্ষত হয়েছে। তাছাড়া ডান পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া প্রেরণ করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনায় কবলিত ট্রাকটির মালিক সাহারবাটি গ্রামের মাসুম। ট্রাকটি স্থানীয় লোকজন আটক করলেও চালক ও তার সহকারী পালিয়ে যায়।

[illegible]